ঝিনাইদহে ছয় লেন সড়ক নির্মাণে অধিগ্রহণকৃত জমির ন্যায্য মূল্য’র দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ যশোর মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমির ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৫জুন) সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিষয়খালী এলাকার ভুক্তভোগীরা এই কর্মসূচির আয়োজন করে। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে ভুক্তভোগী ডা.মিজানুর, জিয়া, বিল্লাল, হাবিব, মুসা, চানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, ঝিনাইদহ যশোর মহাসড়ক ছয়লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে বিষয়খালী এলাকায় যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার সঠিক মুল্যে দেওয়া হচ্ছে না। জমির দাম ৪ লাখ টাকা শতক হলেও সেই জমির দাম দেওয়া হচ্ছে ৩ হাজার টাকা।

এমনভাবে ওই এলাকার ২ শতাধিক জমির মালিক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই জমির সঠিক মুল্যে দেওয়ার দাবী জানান বক্তারা।

পিআইসিকে জিম্মি করে সড়ক নির্মাণে সাবেক চেয়ারম্যানের অনিয়ম-দুর্নীতি

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হাকিমপুর ইউনিয়নে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম, নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী

ব্যবহার এবং প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভাপতি ও স্থানীয় ইউপি সদস্যকে আটক করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নেওয়ার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রকল্পের নামে সরকারি অর্থ লুটপাটের চেষ্টা করা হয়েছে এবং পুরো প্রক্রিয়ায় প্রকৃত দায়িত্বশীলদের আড়াল করে একজন জনপ্রতিনিধিকে ‘বলির পাঠা’ বানানো হয়েছে।

জানা যায়, ৭ নম্বর হাকিমপুর ইউনিয়নের চামটাইলপাড়া মোড় থেকে স্থানীয় মন্দির অভিমুখে প্রায় ২৭০ ফুট রাস্তা পাকাকরণের জন্য চলতি অর্থবছরে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নের কথা থাকলেও শুরু থেকেই নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভাপতি আব্দুল মতিন হান্নান সাংবাদিকদের বলেন, ‘হাকিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্পটি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন। আমাকে জিম্মি করে প্রকল্পে নাম ব্যবহার করা হয়েছে। কখন কাজ শুরু হয়েছে, কীভাবে হয়েছে কিংবা কারা কাজ করছে কিছুই আমাকে জানানো হয়নি। আমি শুধু নামমাত্র সভাপতি। প্রকৃতপক্ষে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে অন্যরা।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি যদি বিস্তারিত মুখ খুলি, তাহলে আমার বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট এমনকি আমার ওপর হামলার আশঙ্কা রয়েছে। আমাকে এলাকা ছাড়া পর্যন্ত করা হতে পারে। আমি এখন চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা অভিযোগ করেন, কাজের শুরু থেকেই নিম্নমানের ইট, খোয়া ও বালু ব্যবহার করা হচ্ছিল। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এভাবে নির্মাণকাজ চললে কয়েক মাসের মধ্যেই রাস্তা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে সরকারি বিধি অনুযায়ী পিআইসি সভাপতি আব্দুল মতিন হান্নানকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান তিনি।

অভিযোগের বিষয়ে সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার বলেন, ‘কাজে কিছু ত্রুটি ছিল। অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নমানের ইট ও খোয়া সরিয়ে আগামীকাল থেকেই পুনরায় সঠিকভাবে কাজ করা হবে।’

একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, বিষয়টি আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন বলেন, ‘আমি এ প্রকল্পের বিষয়ে আগে অবগত ছিলাম না। আজ ঘটনাস্থলে এসে প্রথম বিষয়টি জানতে পারলাম। কাজের মান অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’ তবে কীভাবে ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৫০০ টাকার প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ১ লাখ ৭১ হাজার ৫০০ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘সরকারি প্রকল্পে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। তদন্তে অনিয়মের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। ব্যবহৃত নিম্নমানের ইট ও খোয়া শতভাগ অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুনরায় সঠিক মান বজায় রেখে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এ ঘটনায় পিআইসি সভাপতিকে ইউএনও কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। পরে মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আইন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পিআইসির ওপর বর্তায়। তাই দায়িত্বপ্রাপ্তদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হচ্ছে।’